

সূরা আল্ হিজ্র-১৫

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

অধিকাংশ পণ্ডিতের স্বীকৃত মতে এই সূরাটি মুক্তায় অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরায় আলোকপাত করা হয়েছিল যে পূর্বে নবী-রসূলগণ বাহ্যিক উপকরণের দৈন্যতা সত্ত্বেও তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁদের আন্দোলন সফল ও অঞ্চলগামী হয়েছিল। কেননা তাঁদের পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হিসাবে আল্লাহর বাণী তাঁদের সঙ্গে ছিল। একইভাবে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ)ও তাঁর নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবেন। যেহেতু আল্লাহর বাণী, যা এই সূরার বর্ণনা মতে এক মহা ঐশ্বরিক বিশেষ, সে জন্য কোন জাগতিক শক্তিই সেই ঐশ্বী শক্তির মোকাবিলা করতে পারে না। সূরাটিতে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া এক জঘন্য বিষয় এবং এটাকে কিছুতেই ছোট করে দেখা যায় না। যারা এই ধরনের মিথ্যা অপবাদ দেয় তারা শীত্বই তাঁদের যোগ্য পরিণাম ভোগ করবে অর্থাৎ ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। এরপর বলা হয়েছে, কুরআন আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ বাণী এবং এর ঐশ্বী উৎস প্রমাণের জন্য বহু অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণ এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিষয়বস্তু

এই সূরাটির মূল ভাবধারা হচ্ছে, কুরআনের অনুপম রচনাবলী, বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা ও উপস্থাপনার সৌন্দর্যের দিক থেকে অন্য কোন ঐশ্বী প্রস্তুতি এর মোকাবিলা করতে পারে না। এটা সর্বতোভাবে ক্রটিমুক্ত এক ঐশ্বী কিতাব। সব দিক থেকেই অধিতীয় ও অতুলনীয়। এর সৌন্দর্য ও উত্তম বৈশিষ্ট্যবণ্ণী এত অধিক এবং ব্যাপক যে অবিশ্বাসীরাও কোন কোন সময় এই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছে, এর মোকাবিলায় তাঁদের কিছুই করণীয় নেই এবং তারা আক্ষেপ করে বলতো, হায়, এর অনুরূপ তাঁদেরও যদি একটি কিতাব থাকতো! এই ধরনের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তারা এটা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে না এবং এই সত্যকে উপলব্ধি করে না, কুরআনকে অস্বীকার করার ফলে তারা শুধু সত্য থেকেই বঞ্চিত হবে এবং পরিণামে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টিজনিত ঐশ্বী আয়ার ডেকে আনবে। কুরআনের বাণী অবশ্যই সফল হবে এবং কেউই এর অগ্রহ্যতা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। যারা এর শিক্ষাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবিত হবে অথবা অস্বীকার করবে তারাই পরিণামে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করবে। সূরাটিতে এরপর এই কথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে এরপরও যদি কুরআনের বাণীকে অবহেলা করা হয় বা একে নিয়ে হাসিবিদ্রূপ করা হয় তাহলে এতেও আশচর্মের কিছু নেই। কেননা ইতোপূর্বেও সমাগত নবী-রসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ বাণীকে নিয়ে হাসিবিদ্রূপ করা হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রূপকারীরা এই চিরস্তন সত্যকে কখনই মনে রাখে না যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা সহজ নয়। এর পরিণতিতে তাঁদেরকে অবশ্যঝাবী ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর চিরস্তন রীতি হচ্ছে, তাঁর নামে মিথ্যা আরোপকারীকে তিনি সফল হতে দেন না এবং তাঁর অবতীর্ণ বাণী থেকে মিথ্যা আরোপিত বাণীকে অতি সহজেই চিহ্নিত করে দেন। আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীর একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা আছে এবং সাধু বা সৎ লোকের হৃদয়ে তিনি তা গ্রহণ করার মতো একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন এবং যারা তা গ্রহণ করে তাঁদেরকে খুব সামান্য নৈতিক অবস্থা থেকে অনেক উন্নত পর্যায়ের নৈতিকতায় তিনি অধিষ্ঠিত করেন।

সূরা আল হিজ্র-১৫

মঙ্গলী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১০০ আয়াত এবং ৬ রংকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। *আনাল্লাহ আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ । আমি দেখি ।
*এগুলো (এক) পরিপূর্ণ কিতাবের এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত^{১৪৭৬} ।

৩। যারা অবিশ্বাস করেছে তারা কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়! তারাও যদি মুসলমান হতো^{১৪৭৭} ।

৪। *তুমি তাদের ছেড়ে দাও যেন তারা খায়দায় ও সাময়িক সুখস্বচ্ছন্দ্য ভোগ করে নেয় এবং যেন বৃথা আশা আকাঙ্ক্ষা^{১৪৭৮} তাদের ভুলিয়ে রাখে । তবে অচিরেই তারা (এর পরিণাম) জানতে পারবে ।

৫। আর আমরা কোন জনপদকে^{১৪৭৯} এর জন্য (পূর্ব) নির্ধারিত এক সিদ্ধান্ত^{১৪৭৯-ক} ছাড়া কখনো ধরংস করিনি ।

৬। *কোন জাতি তাদের নির্ধারিত মেয়াদ ছাড়িয়ে যেতে পারে না এবং (তা থেকে) পিছিয়েও থাকতে পারে না ।

দেখুন ৪ ক. ১৪১; খ. ১০৪২; ১১৪২; ১২৪২; ১৩৪২; ১৪৪২; গ. ২৭৪২; ৩১৪৩; ঘ. ৪৭৪১৩; ঙ. ৭৪৩৫; ১০৪৫০; ১৬৪৬২ ।

১৪৭৬। কেবলমাত্র সূরা নামলের ২য় আয়াতে এবং এই তফসীরাধীন আয়াতে ‘কিতাব’ এবং ‘কুরআন’ শব্দদ্বয় এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে । কিন্তু বর্তমান আয়াতে ‘কিতাব’ শব্দ প্রথমে এবং ‘কুরআন’ শব্দ পরে ব্যবহৃত হয়েছে । সূরা নামলে শব্দদ্বয় উলটাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ ‘কুরআন’ প্রথমে এবং ‘কিতাব’ পরে ব্যবহৃত হয়েছে । কিতাব শব্দ এই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ইঙ্গিত করেছে যে ইসলামের এই পবিত্র গ্রন্থ লিখিত আকারে প্রকাশ হতে থাকবে । আর কুরআন শব্দ এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি নির্দেশ করেছে যে এটা ক্রমবর্ধিতভাবে পঠিত ও পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে । এছাড়া কুরআনে ‘সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী’ ‘কুরআন’ শব্দের মাত্র দু’টি কমপক্ষে ১২বার ব্যবহৃত হয়েছে । এ দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে, লিখিত বিবরণী বা প্রমাণ মৌলিক কথা-বার্তার আদানপ্দান থেকে অধিকতর কার্যকর । অতএব মুসলমানদের শিক্ষার্জনের প্রতি এবং লিখিত জ্ঞান অর্বেষার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা উচিত ।

১৪৭৭। লিখিত রয়েছে যে নবী করীম (সাঃ) এর সময়ে অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকে এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করেছিল ।

১৪৭৮। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত অবিশ্বাসীদের যে ধারণা- তাৱা মুসলমান হয়ে গেছে- তা এক বৃথা আশা অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র । তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব উপভোগ সাধন এবং বৈষম্যিক স্বার্থ উদ্বার করা ।

১৪৭৯। ‘জনপদ’ এখানে শহরের বাসিন্দা বা জাতি বা যাদের নিকট আল্লাহর নবী প্রেরিত হন তাদের প্রতি আরোপিত হয়েছে । নবী করীম (সাঃ) এর জনপদকে কুরআনে ‘জনপদ জননী’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (৬৪৯৩) ।

১৪৭৯-ক। (পূর্ব) নির্ধারিত এক সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধবাদীদের ধরংসের মেয়াদ বা ‘নির্ধারিত সময়’ যা যুগের নবী কৃত্ক ভবিষ্যদ্বাণীরপে বর্ণিত হয়ে থাকে ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الرَّسُولُ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ②

رَبَّمَا يَوْمَ الْيَقْظَى كَفَرُوا لَوْكَانُوا بِنَبِيٍّ ③
مُسْلِمِينَ

ذَرْهُمْ يَا كُلُّوا وَيَتَمَّمُوا وَيُلْهِمُ
الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَغْلَمُونَ ④

وَمَا آهَلَكُنَا مِنْ قَرِيْبٍ لَّا وَلَهَا
كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ⑤

مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمْمَةٍ أَجْلَهَا وَمَا
يَسْتَأْخِرُونَ ⑥

৭। আর তারা বললো, ‘ও হে! যার প্রতি এ উপদেশবাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে নিশ্চয়ই তুমি এক উন্নাদ^{১৪৮০}।

৮। ‘তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের কাছে ফিরিশ্তা নিয়ে আস না কেন?’

৯। ‘আমরা কেবল যথার্থ প্রয়োজনেই ফিরিশ্তাদের অবতীর্ণ করে থাকি এবং সেই সময় তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) মোটেও অবকাশ দেয়া হয় না’^{১৪৮১}।

১০। নিশ্চয় ‘আমরাই এ উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর সুরক্ষাকারী’^{১৪৮২}। *

★ ১১। আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বেও পূর্ববর্তীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে (রসূল) পাঠিয়েছিলাম।

১২। আর তাদের কাছে যে রসূলই আসতো তারা তার সাথেই হাসিবিদ্রূপ করতো।

وَقَالُوا يَا يَهُآ إِلَيْهَا أَلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ
الذِّكْرُ رِنْكَ لِمَجْنُونٍ ①

لَوْمَاتٌ أَتَيْنَا بِالْمَلِئَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ②
مَانُزِّلُ الْمَلِئَكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا
إِذَاً مُنْظَرِينَ ③

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحْفَظُونَ ④

وَلَقَدْ آزَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْءٍ
الْأَوَّلِينَ ⑤
وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَشْتَهِرُونَ ⑥

দেখুন : ক. ৩৭৩৭; ৪৪১৫; ৬৮৪৫২; খ. ৬৯৯; ১১৪১৩; ২৫৪৮; গ. ৬৯৯; ঘ. ৩৬৪৭০; ৬৫৪১১।

১৪৮০। ‘মজনুন’ অর্থ পাগল বা উমাদ। মজনুন এখানে জিন বা প্রেতাভার প্রভাব হওয়া অথবা সাধারণভাবে ভূতে পাওয়া ব্যক্তি বুঝায় না, পাগল কিংবা যার বুদ্ধিভূতি সংক্রান্ত ইন্দিয়সমূহ নিতান্ত দুর্বল হয়ে গেছে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়।

১৪৮১। এখানে অবিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছে, যখন সত্য, ন্যায় ও প্রজ্ঞা (বিলহাক্ক) অনুযায়ী তারা ঐশ্বী শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়, কেবল তখনই ফিরিশ্তা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হয় না।

১৪৮২। এই আয়াতে কুরআন কর্মকে অবিকলরূপে সংরক্ষণ করার যে প্রতিশ্রূতি আছে তা এমন সুস্পষ্টরূপে পূর্ণতা লাভ করেছে যে অন্য কোন প্রমাণ যদি নাও থাকতো, তবু এই সত্যাই এর (কুরআনের) এলাহী উৎস প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতো। এই সূরা মুক্তাতে অবতীর্ণ হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন আঁ হ্যারত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবগণের (রাঃ) জীবন চরম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ছিল এবং শক্রপক্ষ নতুন ধর্মমতকে সহজেই নিষ্পেষণ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো। এইরূপ এক অবস্থার মধ্যে কাফিরদেরকে তাদের চরম অপচেষ্টা দ্বারা একে ধ্বংস করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং এই সাথে তাদেরকে সাবধানও করে দেয়া হয়েছিল যে তাদের সকল যত্থ্যন্ত আল্লাহ তাআলা ব্যর্থ করে দিবেন। কারণ তিনি স্বয়ং এর হেফায়তকারী। এই দাবী ছিল দ্ব্যর্থহীন ও খোলাখুলি এবং শক্রপক্ষ ছিল শক্তিশালী ও নির্মম। তথাপি কুরআন যাবতীয় বিকৃতি, প্রক্ষেপ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিরাপদ থেকে অব্যাহতভাবে স্বীয় নিরাপত্তার বিজয় ঘোষণা করে চলেছে। কুরআনের বিদেশপ্রায়ণ সমালোচক স্যার উইলিয়াম মুইর পর্যন্ত বলেছেন, “আমরা খুব জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, মহাম্বদ (সাঃ) কর্তৃক রচিত (?) কুরআনের প্রতিটি বাক্যই অপরিবর্তিত, অবিকৃত এবং অক্রিম রয়েছে।.... অন্যান্য প্রত্যেক প্রকারের বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় সংরক্ষিত মূলগ্রন্থ যা আমাদের নিকট রয়েছে তা-ই মহাম্বদ (সাঃ), স্বয়ং প্রগণ্যন (?) করেছিলেন এবং তা-ই প্রচার করতেন... তাদের গ্রন্থের অবিমিশ্র মূল রচনার সাথে আমাদের ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন পাঠের তুলনা করা আর বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনা করা একই কথা।” (Introduction to the life of Mohammet)। জার্মানীর খ্যাতনামা প্রাচ্য ভাষাবিদ অধ্যাপক নোলডিকি লিখেছিলেন, ‘কুরআনের মধ্যে পরবর্তীকালে প্রক্ষেপের অন্তিম প্রমাণ করার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে’ (এনসাইক ব্রিট)। বেশ কয়েক বছর পূর্বে কুরআনের মূল পাঠের শুন্দতার মধ্যে তাঃ মিন্গানা কর্তৃক ক্রটি আবিষ্কারের চেষ্টার চরম ব্যর্থতা কুরআনের দাবীর সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছে যে অবতীর্ণ হওয়া সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র পরিত্র কুরআনই সব রকম প্রক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রয়েছে (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১২৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

★ [আল্লাহ তাআলা মহানবী (সাঃ)কে কুরআন শরীফ সুরক্ষার যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন এ এক স্থায়ী প্রতিশ্রূতি। যখনই কুরআন কর্মের ভুল ব্যাখ্যা করা হয় বা ভুল অর্থ আরোপ করা হয় তখনই আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে কোন না কোন আধ্যাত্মিক পুরুষকে সংশোধনের জন্য প্রেরণ করে থাকেন (হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে) (রাহে): কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন কর্মে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩। ^ك এভাবেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে এ^{১৪৮০} (বিন্দুপ করার প্রবণতা) সংগ্রহ করে দেই।

১৪। ^ك তারা এ (রসূলের) প্রতি ঈমান আনবে না, অথচ পূর্ববর্তীদের (বিষয়ে আল্লাহর) বিধান ইতিহাস হয়ে আছে।

১৫। আর আমরা যদি তাদের জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দিতাম এবং তারা (রসূলের সত্যতার নির্দেশন নিজ চোখে দেখে নেয়ার জন্য) এতে আরোহণ করতে থাকতো^{১৪৮৪}

^১ ১৬। ^[১৬] তবুও তারা অবশ্যই বলতো, ‘আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করে দেয়া হয়েছে, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত জাতি’^{১৪৮৫}।

★ ১৭। আর নিচয় ^ك আমরা আকাশে নক্ষত্রপুঁজি সৃষ্টি করেছি এবং যারা দেখে তাদের জন্য এটিকে সুন্দর করে সাজিয়েছি^{১৪৮৬}।

১৮। আর ^ك আমরা এটিকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান^{১৪৮৭} থেকে রক্ষা করেছি।

১৯। তবে ^ك যে ব্যক্তি লুকিয়ে (ঐশ্বী বাণীর) কোন কথা শুনে ফেলে^{১৪৮৮} এক জুলন্ত অগ্নিশিখা তার পিছু ধাওয়া করে^{১৪৮৮-ক}।

দেখুন : ক. ২৬:২০১; খ. ২৬:২০২; গ. ৩৭:৭; ৪১:১৩; ৬৭:৬; ঘ. ৩৭:৮; ৪১:১৩; ঙ. ৩৭:১১; ৬৭:৬।

১৪৮৩। এই সর্বনামটি পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ‘কাফিরদের দ্বারা পবিত্র নবীগণকে বিন্দুপ করার বদ অভ্যাসের’প্রতি ইঙ্গিত করছে।

১৪৮৪। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে যদি আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুকম্পার ও ক্ষমার দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিতেন এবং শাস্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করে দিতেন তাহলে অবিশ্বাসীরা আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে পার্থিব আরাম-আয়েশের মধ্যে আরও বেশি মগ্ন হতো।

১৪৮৫। অবিশ্বাসীরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে এতই অঙ্গ যে যদি সব অভিজ্ঞতার দু'একটি অভিজ্ঞতা তাদের থাকতো, যার মধ্য দিয়ে নবী করীম (সা:) অতিক্রম করেছিলেন এবং যে রহান্তি উন্মত্তির উচ্চ শিখের আরোহণ করেছিলেন এর কিছু দৃশ্য তারা অবলোকন করতো তবুও তারা বিশ্বাস করতো না, বরং বলে উঠতো, তারা ভেঙ্গি বা যাদুর শিকার হয়েছে।

১৪৮৬। রাতের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সৌন্দর্যময় দৃশ্যই কেবল এখানে ব্যক্ত করা হয়নি, এদের মহৎ উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী ১৬:১৭ ও ৬৭:৬ আয়াতেও তা বর্ণিত হয়েছে। সেই মহৎ লক্ষ্যের পূর্ণতার মধ্যেই প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে।

১৪৮৭। এই আয়াত নির্দেশ করছে যে জড় জগতে দুষ্ট প্রকৃতির লোক যেমন কোন প্রাকার শক্তি বা প্রভাব-প্রতিপন্থি প্রয়োগ করে অন্যান্য লোকের কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারে, কিন্তু তাদেরকে স্বর্গীয় কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণ বাস্তিত করতে পারে না, তেমনি নক্ষত্র ইত্তাদির প্রভাবেও অনুরূপ ঘটতে পারে। সেইরূপে আধ্যাত্মিক জগতেও নবী এবং তাঁর সত্য অনুসারীর উপর শয়তানের কোন প্রভাব থাটে না (আয়ত-৪৩)। তফসীরাধীন আয়াতে “শয়তান” শব্দ সেই সকল অবিশ্বাসীর প্রতি ইঙ্গিত করছে যারা মনে করে, প্রেরিত নবীগণকে বাদ দিয়েই স্বাধীনভাবে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সংযোগ সাধন করা যায় (আয়াত ১৪-১৬)। এইরূপ লোকের জন্য আধ্যাত্মিক আকাশসমূহ প্রহরারত রাখা হয়েছে এবং তাদের দ্বার রূপ্ত্ব রাখা হয়েছে।

১৪৮৮। আল্লাহর কথা শুনে ফেলা এই অর্থে হতে পারে যে এই সকল লোকের প্রবক্ষণাপূর্ণ কর্মকাণ্ড, যারা আল্লাহ তাআলার নবীগণের পবিত্র শিক্ষাসমূহের নিজেরাই প্রবক্তা বলে ভাব করে। তারা লোকদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে, নবীরা কেন নৃতন শিক্ষা নিয়ে আসে না এবং তারাও সেই জ্ঞান আহরণে সক্ষম, যে জ্ঞানের দাবী আল্লাহর নবীগণ করে থাকেন। অথবা এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে মূল-পাঠের কিয়দংশ ছিন্ন করে তার ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃত অর্থ করে তারা সরল-মনা জনসাধারণকে বিপর্যাপ্তি

১৪৮৮ টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৪৮৮-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

كَذِلَكَ نَشْكُنْهُ فِي قُلُوبِ
الْمُجْرِمِينَ^{১৭}

كَمَّ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ
الْأَوَّلِينَ^{১৮}

وَلَوْفَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ بَا بَا مِنَ السَّمَاءِ
فَظَلُّوا فِيهِ يَغْرُجُونَ^{১৯}

لَقَاتُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا
بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ^{২০}

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ
زَيَّنَهَا لِلنَّظَرِينَ^{২১}

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ رَّجِيمٍ^{২২}
إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَمَ فَآتَيْهَا
شَهَابَ مُثِينَ^{২৩}

২০। ^كআর ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করেছি^{১৪৮৯} এবং ^كএতে সুদৃঢ় পাহাড়পর্বত^{১৪৮৯-ক} সংস্থাপন করেছি এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সব কিছুই এতে উৎপন্ন করেছি।

وَالْأَرْضَ مَدَّنَاهَا وَالْقِينَانَ فِيهَا دَوَارِسٍ
وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ^{১০}

২১। আর তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাদের রিয়্কদাতা নও তাদের জন্যও আমরা ^كএতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَابِشَ وَمَنْ
لَّسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ^{১১}

দেখুন : ১৩৪৪; খ. ১৬৪১৬; ২১৪৩২; গ. ৭৪১১।

করার জন্য চেষ্টা করে। “যে ব্যক্তি লুকিয়ে (ঐশ্বী বাণীর) কোন কথা শুনে ফেলে” বাক্যাংশটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে ১৭ আয়াতে উল্লেখিত ‘আকাশ’ শব্দ দ্বারা আধ্যাত্মিক জগৎ বুবিয়েছে, জড় আকাশ বুবায়নি। কারণ ‘লুকিয়ে ঐশ্বী বাণীর কোন কথা শুনে ফেলা’ এর সাথে জড় আকাশের কোন সম্পর্ক নেই।

১৪৮৮-ক। ১৭ আয়াতে আকাশের কক্ষপথসমূহ দ্বারা সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলার রসূলগণকে বুবানো হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে ‘শিহাবুম মুবীন’ অর্থঃ জ্বলন্ত অগ্নিশিখা অথবা ৩৭: ১১ আয়াতে জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা যুগের নবী শ্রেষ্ঠ হ্যরত মুহাম্মদ (সা:)কে নির্দেশ করছে। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা কর্তৃক শয়তানের পশ্চাদ্বাবন এটাই ব্যক্ত করে যে যতকাল ধর্মীয় শিক্ষা আল্লাহ তাআলার পবিত্র ইলহাম-ভিত্তিক চলতে থাকে (আয় যিকর-১০ আয়াত) এবং আলো দান করতে থাকে এবং পথ প্রদর্শন করতে থাকে ততকাল পর্যন্ত পবিত্র সংক্ষারকগণও সংক্ষারের জন্য আবির্ভূত হতে থাকেন। পৃথিবীতে সংক্ষারকের আবির্ভাবের লক্ষণাবলীর মধ্যে একটি হল পুনঃ পুনঃ উল্কাপাত্রের মত উজ্জ্বল ও ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার সংঘটন হতে থাকা, যাকে অতিমাত্রায় নক্ষত্রের পতন বলা হয়ে থাকে। মহানবী (সা:) এর যুগে এত অধিক সংখ্যায় উল্কাপিণ্ডের পতন ঘটেছিল যে কাফিররা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, এই বুবি আকাশ ও পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় (কাসীর)। ইত্যাকার অসাধারণ ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞ হিরাক্রিয়াস অনুমান করেছিল, আরবদের বাদশাহ-নবী অবশ্যই আবির্ভূত হয়ে থাকবেন (বুবারী, কিতাব বাদ উল ওহী)। ঈসা (আঃ) এর যুগেও অস্বাভাবিক রকম বহু সংখ্যক উল্কার পতন হয়েছিল (বিহার)। আমাদের যুগেও অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে আকাশে এইরূপ নক্ষত্র পতনের খেলা দেখা গিয়েছিল। এইরূপে ইতিহাস এবং হাদীস উভয়ই দৃঢ়ভাবে এই বাস্তব ঘটনার সমর্থন করে যে বহু সংখ্যায় অস্বাভাবিক রকমে উল্কাপতন পবিত্র সংক্ষারক আবির্ভূত হওয়ার প্রকাশ্য নির্দেশন (দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, পৃঃ ১২৭২-১২৭৬)।

১৮ আয়াতে উল্লেখিত শয়তানের অর্থ হতে পারে ভাগ্যগণনাকারী বা ভবিষ্যদ্বজ্ঞা এবং অনুমানকারী গণক। সেক্ষেত্রে ‘শয়তানকে প্রস্তরাঘাত করার জন্য’ (৬৭:৬) কথাটি এই মর্ম প্রকাশ করে যে যখন পৃথিবীতে কোন ঐশ্বী সংক্ষারক থাকে না তখন জ্যোতিষী ও ভাগ্যগণনাকারী ভবিষ্যদ্বজ্ঞ সাময়িকভাবে সরলমনা সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করার অধার্মিক বা পাপপন্থিল ব্যবসায় সফল হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পবিত্র সংক্ষারকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মিথ্যা গুরু ফাঁক হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ তখন সহজেই নবীগণের সত্য ভবিষ্যদ্বাণী এবং জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বজ্ঞাদের গণনা ও অনুমানের পার্থক্য বৃত্তে পারে। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে, যে যখন কিছু দুষ্টলোক ইলহামী পবিত্র বাণীর মৌলিক রচনার কিয়দশ্ম ছিঁড়ে নিয়ে এর বিকৃত অর্থ প্রচার করতে লিঙ্গ হয় তখন এক নতুন উজ্জ্বল নির্দেশন আকস্মিকভাবে দীঘিমান হয়ে প্রকাশ পায় এবং শয়তান-প্রকৃতির দুষ্টলোকদের সকল দুরত্বসন্ধিপূর্ণ কৌশল এবং শয়তানী কার্যকলাপ সমূলে ধ্বংস করে দেয়।

১৪৮৯। ‘ওয়াল আরয়া মাদান্দা-হা’ অর্থ ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করেছি বা আমরা যমীনকে উর্বরা বা সুশোভিত করেছি। উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য। আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীকে এত বহু বা বিস্তৃত করেছেন যে এটি গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এই কারণে কোন অসুবিধা বোধ করে না। অথবা এটি এই মর্ম ব্যক্ত করে যে আল্লাহ তাআলা যমীনকে সার দ্বারা উর্বর করে সম্পদশালী করেছেন অর্থাৎ সুজলা সুফলা করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্তৃক উদযাপিত বাস্তব ঘটনা হলো, নক্ষত্র থেকে নব নব শক্তি এবং উর্বরতা পৃথিবী লাভ করতে থাকে। নক্ষত্ররাজি থেকে জড় পদার্থের অণু-পরমাণু উল্কাপিণ্ডের ধূলি বা গুঁড়া আকারে পতিত হয় এবং তা পৃথিবীর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির কাজ করে।

১৪৮৯-ক। খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার জন্য মাটিতে প্রচুর পানি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করছেন, যা পানি সংরক্ষণে জলাধাররূপে কাজ করে, অর্থাৎ বরফ আকারে পানি জমা করে রাখে এবং নদনদীর প্রবাহের মধ্য দিয়ে মাটির বুকে তা বিতরণ করে।

২২। আর আমাদের কাছে ^كসব কিছুরই (অফুরন্ত) ভাভার রয়েছে এবং আমরা তা কেবল এক নির্ধারিত পরিমাণে^{১৪৯০} অবতীর্ণ করে থাকি।

২৩। আর ^كআমরা (জলীয়) বাপ্পে ভরা বায়ু সঞ্চালিত করেছি। এরপর আমরা আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ^{১৪৯১} করেছি এবং তা দিয়ে আমরা তোমাদেরকে সিদ্ধিত করেছি, অথচ তোমরা নিজেরা তা জমা করে রাখতে পারতে না।

২৪। আর নিশ্চয় ^كআমরাই জীবিত করি এবং আমরাই মৃত্যু দেই এবং ^كআমরাই (সব কিছুর) একমাত্র উত্তরাধিকারী^{১৪৯২}।

২৫। আর তোমাদের মাঝ থেকে যারা এগিয়ে যায় আমরা অবশ্যই তাদেরকে জানি এবং যারা পিছিয়ে পড়ে তাদেরকেও আমরা জানি।

২৬। আর নিশ্চয় ^كতোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদের [১০] (সবাইকে) সমবেত করবেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) ২ সর্বজ্ঞ।

★ ২৭। আর নিশ্চয় ^كআমরা মানুষকে পচাগলা কাদা হতে (রূপান্তরিত) শুক্নো খন্খনে^{১৪৯৩} মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।

দেখুন : ক. ৪০: ১৪; খ. ৭:৫৮, ২৪:৪৪, ২৫:৪৯; গ. ৫০:৪৪; ঘ. ১৯:৪১; ঙ. ৬:১২৯, ২৫:১৮; ৩৪:৪১; চ. ৬:৩; ১৫:১৯; ৩৪; ৫৫:১৫।

১৪৯০। আল্লাহু তাআলা প্রত্যেক বস্তুর অফুরন্ত ভাগারের মালিক। কিন্তু তাঁর অসীম করুণায় তিনি মানুষের মন নির্দিষ্ট জিমিসের দিকে পরিচালিত করেন, যখনই প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশাল জড় জগতের ন্যায় পবিত্র কুরআন এক বিশাল আধ্যাত্মিক জগৎ যার অভ্যন্তরে নির্দিত রয়েছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভাগার। সেখান থেকেই আল্লাহুর ইচ্ছায় চাহিদা অনুযায়ী মানবের নিকট জ্ঞান প্রকাশিত হয়ে থাকে।

১৪৯১। এর অর্থ ‘বোঝাবহন ও সংযোজনকারী’। ‘লাওয়াকিহা’ এমন এক বাতাস যা পুরুষ-বৃক্ষ থেকে পুষ্পরেণু বা পরাগ বহন করে স্ত্রী-বৃক্ষে নিয়ে যায় যাতে তা ফলোৎপাদনকারী বৃক্ষে পরিণত হয়। এই শব্দ দ্বারা এইরূপ বাতাসও বুঝায় যা ভূপৃষ্ঠ থেকে উঠিত বাঞ্কে বহন করে উপরে বায়ুমণ্ডলে নিয়ে যায় যেখানে তা মেঘমালার আকার ধারণ করে।

১৪৯২। কুরআনের শিক্ষা দ্বারা এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হবে, যার মাধ্যমে পুরনো ব্যবস্থা মিটিয়ে দেয়া হবে এবং অকৃত্রিম বিশ্বাসীরা ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী হয়ে বসবাস করবে।

১৪৯৩। ‘সালসাল’ অর্থাৎ ‘শুক্নো খন্খনে মাটি’ এই কথা ইঙ্গিত করে যে তাকে এমন এক জড়বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে বাক্শক্তির গুণাবলী সুষ্ঠু রয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে ঐশ্বী ডাকে সাড়া দেয়া বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন গুণাবলী দিয়ে মানুষকে বিভূতিত করা হয়েছে। কিন্তু ‘সালসাল’কে বাইরের কোন বস্তু দিয়ে কেবল আঘাত করলেই যেমন শব্দ নির্গত হয়, সেইরূপ এখানে ‘সালসাল’ শব্দ ইঙ্গিত করছে যে মানুষের প্রতিধ্বনি করার শক্তি ঐশ্বী ডাক বা বাণীর অধীন বা তার ওপর নির্ভরশীল। এই শুণ বা ধীশক্তিই সমস্ত সৃষ্টিজগতের উপর মানবের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। ‘হামা’ (পচা গলা কাদা) শব্দটি এটাই ব্যক্ত করছে যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পচাগলা কাদা মাটি থেকে। মাটি দেহের এবং পানি আঘাতের উৎস। অন্যত্র কুরআন করীম স্বতন্ত্রভাবে ‘মাটি’ এবং ‘পানি’ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণনা করেছে (৩:৬০; ২১:৩১)। ‘সালসাল’ শব্দ ‘হামা’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে কুরআন করীম এই মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টি শুধু হামা অর্থাৎ মাটি ও পানি থেকে। এদেরও (প্রাণীকূল) এক প্রকার অপরিণত আঘাত রয়েছে। কিন্তু হামা এবং সালসাল সংযুক্ত হয়ে বাক্শক্তি গুণসম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। তাকে ‘মাসনূন’ ও (পূর্ণরূপে গঠিত হওয়া) বলা হয়েছে (১৫:৫)। এই আঘাত দ্বারা এটি বুঝায় না যে কাদা-মাটির বস্তুতে আল্লাহু তাআলা জীবন ফুকে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ছাঁচে ঢালা জীবন্ত মানুষে পরিণত হয়েছে। কুরআন বার বার ঘোষণা করেছে যে ক্রমবর্বতনের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। বর্তমান

★ ২৮। আর ^{كُ}আমরা জিনকে এর পূর্বে জ্বলন্ত বায়ুর আগুন থেকে^{١৪৪} সৃষ্টি করেছি।★

২৯। আর (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তোমার প্রভু-প্রতিপালক ফিরিশ্তাদের বললেন, ^{كُ}‘নিশ্চয় আমি পচাগলা কাদা হতে (রূপান্তরিত) শুক্নো খন্থনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

৩০। অতএব ^{كُ}আমি যখন একে পরিপূর্ণতা দান করবো এবং এর মাঝে আমার রহ (অর্থাৎ বাণী) ফুঁকে দিব তখন ^{كُ}তোমরা তার আনুগত্যে সিজদাবন্ত হয়ে যেয়ো^{١৪৫}।

৩১। ^{كُ}তখন ফিরিশ্তাদের সবাই সিজদা করলো

৩২। একমাত্র ^{كُ}ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো^{١৪৬}।

দেখুন ৪. ক. ৭:১৩, ৩৮:৭৭, ৫৫:১৬; খ. ৭:১৩, ৩৮:৭৭, ৩৫:১৫; গ. ৩২:১০, ৩৮:৭৩; ঘ. ২:৩৫, ৭:১২, ১৭:৬২, ১৮:৫১, ২০:১১৭; ঙ. ২:৩৫, ৭:১২, ১৭:৬২, ১৮:৫১, ২০:১১৭; চ. ২:৩৫; ৭:১২; ১৭: ৬২; ১৮:৫১; ২০:১১৭।

আয়াত মানব সৃষ্টির কেবল প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে ব্যক্ত করেছে। অন্যান্য স্তর সম্পর্কে ৩০:২১; ৩৫:১২; ২২:৬; ২৩:১৫ এবং ৪০:৬৮ আয়াতসমূহে উল্লেখ রয়েছে। কুরআনের বর্ণনানুযায়ী মানুষকে ‘মাটি’ থেকে সৃষ্টি করার মর্ম দাঁড়ায় মানব সৃষ্টির সুনীর্ধ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ‘মাটি’ থেকে। এর সমর্থন বাস্তব ঘটনা থেকে পাওয়া যায়, যথাঃ আজও মানুষের খাদ্য মাটি থেকে পাওয়া যায়। এর কতগুলো প্রত্যক্ষভাবে এবং কতগুলো পরোক্ষভাবে মাটি থেকেই প্রাণ। এতে প্রমাণিত হয় যে। মাটিতে ধারণ করা জড় পদার্থই হলো মানব-জন্মের উপকরণ। তা যদি না হতো তবে সে (মৃত্তিকা) থেকে পুষ্টি আহরণ করতে পারতো না। কারণ একমাত্র সেই বস্তুই যা থেকে কোন সত্তা বা জীবের উৎপত্তি তা সেই উৎপন্ন সত্ত্বর পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে, তিনি বা অপরিচিত উপাদান এর ক্ষয় পূরণ করতে অক্ষম। (এই আয়াতের আরও ব্যাখ্যার জন্য ‘দি লারজার এডিশন অব দি কেমেটারী’ দ্রষ্টব্য)।

১৪৯৪। কুরআনের রূপক উকি ‘মানুষকে তুরাকরণ (স্বত্ব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে’ (২১:৩৮) থেকে বুঝা যায় যে তফসীরাধীন আয়াতের অর্থ ‘জিন’ অগ্নিময় স্বভাবের ধারক। এর অর্থ এ নয় যে জিন প্রকৃতই আগুনের তৈরি। এই জন্য কাদা মাটি দ্বারা বা অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থে প্রযোজ্য, যার অর্থ বিনয়ী এবং নমনীয় স্বভাব অথবা অগ্নিময় এবং প্রজ্বলনীয় প্রক্রিয়া অধিকারী।

★ [২৭ থেকে ৩০ আয়াতে দু’টো বিশেষ বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত মানুষকে কেবল কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়নি বরং এমন কাদা মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে যার মাঝে পচন দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীতে সেটা শুকনো খনখনে মাটিতে পরিণত হয়েছিল। এটা এমন গভীর এক বিষয়বস্তু যা মহানবী (সা:) এর চিন্তা চেতনায় আপনানাপনি আসতেই পারতো না। অন্য কোন ত্রৈয়ী গ্রন্থেও এরূপ মাটি থেকে মানব সৃষ্টির কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। এ রহস্য এযুগের বিজ্ঞানীরা উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।]

দ্বিতীয়ত মানুষ সৃষ্টির পূর্বে আকাশ থেকে বর্ষিত আগুনের ন্যায় উত্পন্ন বায়ু থেকে জিনকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। এই রহস্যবৃত্ত গভীর সত্যটি অদ্য-বিষয়ে জ্ঞাত শোদা মহানবী (সা:) এর সুন্দর কল্পনায়ও না জানানো পর্যন্ত আসতে পারতো না।

নারুস সামূহ (অর্থাৎ জ্বলন্ত বায়ুর আগুন) থেকে সৃষ্টি জিন দ্বারা BACTARIA রূপান্তে হয়েছে। এর মাধ্যমে পচন ধরার রহস্য ও উদয়াচিত হলো। যতক্ষণ ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব না থাকে কাদায় পচন ধরতেই পারে না। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে:) কর্তৃক অনুদিত কুরআন করীমে উর্দু ‘অনুবাদ দ্রষ্টব্য’)]

১৪৯৫। ‘ফিরিশ্তারা’ শব্দ দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকেও বুঝায়। কারণ ফিরিশ্তারা সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রাথমিক সংযোজক এবং সে কারণেই তাদের প্রতি আদেশ বা নির্দেশ বিশেষ সকল সৃষ্টি বস্তুর প্রতিও প্রযোজ্য। এরা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ যে অন্যত্র কুরআন যেখানে আদমের অনুগত হওয়ার জন্য ফেরেশ্তাকুলের প্রতি আল্লাহ তাআলার আদেশের কথা বলে সেখানে বর্তমান ও পরবর্তী আয়াতসমূহে ‘মানুষ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে কুরআনে উভয় শব্দ (আদম ও মানুষ) সমার্থকরণে ব্যবহার করা হয়েছে। আদম সম্পর্কে ফিরিশ্তাদেরকে প্রদত্ত সকল আদেশ প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা রহ ফুঁকে দেন এবং ফিরিশ্তাদেরকে তাদের পরিচয়ীর জন্য নির্দেশ দান করেন। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং সে তার নিজ ব্যক্তিসত্ত্ব ‘ইলাহী সিফ্র’ (শ্রী গুণবলী) প্রতিফলিত করে থাকে।

وَالْجَانَ حَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلٍ مِنْ تَارٍ
السَّمُورٌ^{১৪}

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَلْمَدِئْكَةِ إِنِّي حَارِقٌ
بَشَرًا مِنْ صَلَصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ
مَسْنُونٌ^{১৫}

فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
رُوحِي فَقَحْوَالَهُ سَجِدَيْنَ^{১৬}

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ^{১৭}
إِلَّا إِبْلِيسُ مَا بَيْنَ أَيْدِيِّنِ
السَّاجِدَيْنَ^{১৮}

৩৩। [ঁ]তিনি বললেন, ‘হে ইবলীস! তোমার কী হয়েছে^{১৪৯৬-ক},
তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?’

৩৪। [ঁ]সে বললো, ‘আমি কখনও এমন এক মানুষের জন্য
সিজদা করতে পারি না যাকে তুমি পচাগলা কাদা থেকে
(রূপান্তরিত) শুক্নো খন্ধনে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ।

৩৫। [ঁ]তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি এখান থেকে^{১৪৯৭} বের হয়ে
যাও। কেননা তুমি নিশ্চয় বিতাড়িত।

৩৬। [ঁ]আর (মনে রেখো) বিচার দিবস পর্যন্ত নিশ্চয় তোমার
ওপর অভিসম্পাত থাকলো।’

৩৭। [ঁ]সে বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাহলে
সেদিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যেদিন তাদের
(অর্থাৎ মানুষদের) পুনরুত্থিত করা হবে^{১৪৯৮}।’

৩৮। [ঁ]তিনি বললেন, ‘তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের একজন,

৩৯। [ঁ]নির্ধারিত সময়টি (এসে যাওয়ার) দিন পর্যন্ত^{১৪৯৯}।

৪০। [ঁ]সে বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যেহেতু তুমি
আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেছ তাই আমি নিশ্চয় তাদের
জন্য পৃথিবীতে (জীবনকে) সুন্দর করে দেখাবো এবং আমি
নিশ্চয় তাদের সবাইকে বিপথগামী করবো।

দেখুন ৪ ক. ৭:১৩, ৩৮:৭৬; খ. ৭:১৩, ১৭:৬২, ১৮:৫১; গ. ৭:১৪, ১৯, ৩৮:৭৫; ঘ. ৩৮ ৩৮:৭৯; ঙ. ৭:১৫, ১৭:৬৩, ৩৮:৮০; চ. ৭:১৬, ৩৮:৮১;
ছ. ৩৮:৮২; জ. জ:১৭, ১৮, ৩৮:৮৩।

১৪৯৬। আল্লাহ্ তাআলা শয়তানকে শাস্তি প্রদান করছিলেন (আয়াত ৩৫, ৩৬) ফিরিশতাদেরকে দেয়া তাঁর আদেশ পালন না করার
অপরাধে (আয়াত ২৯, ৩০)। কারণ ফিরিশতাদেরকে দেয়া আল্লাহ্ তাআলার হৃকুম স্বভাবতই ঐ সমস্ত জীবের উপরও প্রযোজ্য ছিল,
যারা ফিরিশতাদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। অন্যত্র কুরআন নিজেই এই বিষয়কে পরিষ্কার করে বলেছে যে ফিরিশতার প্রতি আদেশ ইবলীসের
ওপরও কার্যকর (৭ : ১২, ১৩)।

১৪৯৬-ক। ‘মা-লাকা’ আরবী বাগ্ধারার অর্থ : তোমার কি হয়েছে? তোমার যুক্তি কি? মনক্ষুণ্ণের কারণ কী?

১৪৯৭। এখানে ‘মিনহা’ (বা জায়গা থেকে) শব্দের মধ্যে ‘হা’ (অর্থ এই, ইহা) মৃত্যুর পরে যে জান্নাত এর প্রতি নির্দেশ করে না। কারণ
সেই জান্নাত এমন এক স্থানে যেখানে শয়তানের প্রবেশ করা এবং আদম (আঃ)কে প্রোচিত করা সম্ভব নয় এবং যে স্থান (জান্নাত)
থেকে কেউ কখনো বাহিন্ত হয়নি। (১৫:৪৯)। এটা এই জগতের ঐ অবস্থাকে নির্দেশ করেছে যা আপাতঃদ্যুষিতে পরম সুখ বা স্বর্গবাস
বলে প্রতীয়মান হয়, এতে নবী আবিভূত হওয়ার পূর্বে মানুষ আপাতঃ সুখময় জীবন উপভোগ করতে থাকে। সেখানে যদিও তারা ভুল
বিশ্বাসের শিকার হয়ে থাকে, তথাপি যুগ-নবীকে অস্বীকার না করলে, তারা ঐশ্বী করণে ও অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় না, একে
অর্থাৎ সেই অবস্থাকে জান্নাত (বাগান) নামে কুরআন করামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১৪৯৮। ‘যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে’ এই বাক্য দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম বুঝানো হয়েছে, যখন নফ্সে মুতমাইন্না
(শাস্তিপ্রাপ্ত আত্মা) লাভ করে শয়তানী প্রলোভন এবং আধ্যাত্মিক পতন থেকে মানুষ যুক্তি লাভ করে। আল্লাহ্ তাআলা এবং ইবলীসের
মধ্যে এই বাক্যালাপ, যা এই আয়াত উল্লেখ রয়েছে তা কৃপক মাত্র।

قَالَ يَأَيُّ بَلِيْسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ
مَعَ السَّاجِدِيْنَ ⑩

قَالَ لَمَ أَكُنْ لَا سُجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ
صَلَصَالٍ مِنْ حَمَّا مَسْنُونٍ ⑪

قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ⑫

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ⑬

قَالَ رَبِّيْ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ ⑭

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ⑮

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ⑯

فَإِنَّ رَبِّيْ بِمَا آغْوَيْتَنِي لَا زَيْنَنَ لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ وَلَا غُوَيْتَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ⑰

৪১। তবে ^٩ তাদের মাঝ থেকে তোমার বাছাইকৃত বান্দাদের কথা ভিন্ন।'

৪২। তিনি বললেন, 'আমার দিকে (আসার) এটাই সরল-সুদৃঢ় পথ'।

৪৩। নিশ্চয় আমার প্রকৃত বান্দাদের ওপর কখনো ^٩ তোমার কর্তৃত চলবে না। তবে ^٩ পথভ্রষ্টদের মাঝে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের কথা ভিন্ন^{١০০}।'

৪৪। আর নিশ্চয় ^٩ জাহান্নামই তাদের সবার জন্য প্রতিশ্রূত স্থান।

৩ ৪৫। এর রয়েছে সাতটি দরজা^{١০১}। প্রত্যেক দরজার জন্য [১৯] তাদের (অর্থাৎ বিপথগামীদের) মাঝ থেকে নির্ধারিত একটি ৩ অংশ থাকবে।

৪৬। ^٩নিশ্চয় মুত্তাকীরা বাগান ও বারণা পরিবেষ্টিত জায়গায় (সমাসীন) থাকবে।

৪৭। 'তোমরা নিরাপত্তার সাথে প্রশান্তচিত্তে^{١০২} (ও) নির্ভয়ে এতে প্রবেশ কর।'

★ ৪৮। আর ^٩ তাদের অন্তরে যে বিদ্঵েষই^{١০৩} থাকুক আমরা (তা) দূর করে দিব (যাতে) তারা ভাইভাই হয়ে সামনাসামনি আসন্নে বসতে পারে।

৪৯। কোন ক্লান্তি সেখানে তাদেরকে স্পর্শ করবে না^{١০৪} এবং সেখান থেকে তাদেরকে কখনো বের করেও দেয়া হবে না।

দেখুন : ক. ৩৮:৮৪; খ. ১৭:৬৬, ৩৮:২২; গ. ৭:১৯, ১৭:৬৪, ৩৮:৮৬; ঘ. ১৭:৬৪, ৩৮:৮৬; ঙ. ৫১:১৬, ৫২:১৮, ৬৮:৩৫, ৭৭:৪২, ৭৮:৩৩; চ. ৭:৮৮; ছ. ৩৫:৩৬; জ. ১১:১০৯, ১৮:১০৯।

১৪৯৯। 'নির্ধারিত সময়টি (এসে যাওয়ার) দিন পর্যন্ত' অর্থাৎ (যেমন পূর্ববর্তী ৩৭ আয়াত বর্ণিত) যখন নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীরা শক্রদের ওপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে এবং মিথ্যা ও তার উপাসকবৃন্দ চরমভাবে পরাজিত এবং নিষ্পেষিত হয়।

১৫০০। এই আয়াত ইঙ্গিত করছে যে মানব-প্রকৃতি স্বভাবতই পরিত্র। কেবলমাত্র যারা নিজেদের স্বভাবকে কল্যাণিত করে তারাই সত্য পথ হারায়। এই তত্ত্ব ৯১:১১ আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে।

১৫০১। আরবী ভাষায় সাত সংখ্যা সত্তর সংখ্যার মতই, শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যা অর্থেই ব্যবহৃত হয় না, বরং পূর্ণতা অথবা প্রাচুর্য সম্বন্ধেও বুঝায়। এই আয়াত ইঙ্গিত করে যে জাহান্নামের দ্বার অপরাধী ব্যক্তির কৃত নানান পাপের সংখ্যার অনুরূপ বড় সংখ্যক হবে। সাত সংখ্যাটি সপ্ত বাহ্য ইন্দ্রিয় (যথা : দৃষ্টি, শ্রবণ, স্নাগ, আস্থাদ, স্পর্শ, বেদনা এবং শীতলতা ও উর্ধ্বতা বোধক জ্ঞানেন্দ্রিয় যা দিয়ে মানুষ বাহ্য জগৎ থেকে ধারণা বা জ্ঞান আহরণ করে) প্রত্তিকেও বুঝায়।

১৫০২। 'নিরাপত্তার সাথে প্রশান্ত চিত্তে' অর্থ অভ্যন্তরীণ অশান্তি যা মানুষের অন্তরকে কুরে কুরে খায় তা থেকে শান্তি এবং বাহ্যিক বা দৈহিক যন্ত্রণা ও শান্তির অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করা।

১৫০৩। কেবলমাত্র সেসব লৌকেরাই প্রকৃত স্বর্গীয় শান্তিময় জীবন ভোগ করতে পারে যাদের হৃদয় তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেশ এবং ঘৃণা ও আক্রেণ থেকে মুক্ত।

১৫০৪। এই আয়াত ইঙ্গিত করছে যে জান্নাত অবিরাম কর্মের স্থান। সেখানে বিশ্বাসীগণ বিরতিহীন কঠোর পরিশ্রমের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে যে ক্লান্তি সৃষ্টি হয় তা বোধ করবে না এবং কঠোর শ্রমের কারণে কোন অবনতি কিংবা অপচয়ের সম্মুখীন হবে না। এই আয়াতটি এও স্পষ্ট নির্দেশ করেছে যে জান্নাতবাসীকে জান্নাত থেকে আদৌ বের করা হবে না।

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصُونَ^١

فَالَّذِي هَذَا صَرَاطٌ عَلَيْهِ مُشَتَّقِينَ^٢

إِنَّ عِبَادِي يَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ^٣

إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُوَيْنَ^٤

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجَمَعِينَ^٥

لَهَا سَبْعَةُ آبَوَابٍ لِكُلِّ بَأْبِ^٦
مِنْهُمْ جُزُءٌ مَقْسُومٌ^٧

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ^٨

أَدْخُلُوهَا بِسْلِمٍ أَمْ نَيْنَ^٩

وَتَرْعَنَّا مَّا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِيلٍ
رَأْخُوا نَّا عَلَى سُرُورٍ مَتَّقِيلِينَ^{١٠}

لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا
يُمْحَرِّجِينَ^{١١}

৫০। (হে নবী!) ^كতুমি আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী

৫১। ^كএবং (এ কথাও জানিয়ে দাও), নিশ্চয় আমার আয়াবই হলো বড় যন্ত্রণাদায়ক আয়াব।

৫২। আর ^كতুমি ইব্রাহীমের মেহমানদের সম্বন্ধে এদের অবহিত করে দাও।

৫৩। ^كতারা যখন তার কাছে এসে বললো, ‘সালাম’ (অর্থাৎ শাস্তি) সে বললো, ^ك‘আমরা তোমাদের (আগমনে) ভীত’,^{১৫০৫}

৫৪। ^كতারা বললো, ‘ভয় পেয়ে না। নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।’

৫৫। সে বললো, ^ك‘আমাকে বার্ধক্যে জর্জরিত করে ফেলা সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে এ সুসংবাদ দিচ্ছো? তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা আমাকে (এ) সুসংবাদ দিচ্ছ?’

★ ৫৬। তারা বললো, ‘আমরা কেবল সত্যের ভিত্তিতেই তোমাকে সুসংবাদ দিয়েছি। সুতরাং তুমি হতাশাগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ো না।’

৫৭। সে বললো, ^ك‘পথভ্রষ্ট ছাড়া নিজ প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে আর কে হতাশ হতে পারে?’

৫৮। সে বললো, ^ك‘হে প্রেরিতরা!'^{১৫০৬} তোমাদের (আসল) উদ্দেশ্য কী?’

৫৯। তারা বললো, ^ك‘নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি,

৬০। ^كতবে লুতের অনুসারীদের কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তাদের সবাইকে আমরা উদ্বার করবো,

৬১। ^كতবে তার স্ত্রী বাদে। আমরা (তার পরিগাম) যাচাই করে [১৬] দেখেছি, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের একজন ৪ হবে।’

দেখুন ৪ ক. ৫:৯৯; খ. ৫:৯৯; গ. ৫১:২৫; ঘ. ১১:৭০, ৫১:২৬; ঙ. ১১:৭১, ৫১:২৯; চ. ১১:৭১, ৫১:২৯; ছ. ১১:৭৩; জ. ১২:৮৮; ঝ. ৫১:৩২; এ. ৫১:৩৩; ট. ২৯:৩৩, ৫১:৩৬; ঠ. ৭:৮৪, ১১:৮১, ২৬:১৭২, ২৭:৫৮।

১৫০৫। সম্ভবত শোক-ব্যথার ছাপ আগস্তুক সংবাদবাহকদের মুখমণ্ডলের উপর দৃশ্যমান হয়েছিলো, কারণ তারা আসল মহাদুর্যোগের সংবাদ নিয়ে এসেছিল। হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) হ্যয়ত তাদের বিষণ্ণ চেহারা দেখে অথবা তাদের সম্মুখে পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ করতে অঙ্গীকৃতির কারণে ঐরূপ ভেবেছিলেন (১১:৭১)।

نِسْئَىٰ عِبَادَةٍ أَرْبَيْنَ آنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ^٦

وَأَنَّ عَذَابَهُ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ^٧

وَتَسْهِئُمُ عَنْ صَنِيفِ رَابِرْهِيمَ^٨

إِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّمًا، قَالَ
إِنَّا مِثْكُمْ وَجِلُونَ^٩

قَالُوا لَا تَوْجَلْ رَانَا نُبَشِّرُكَ بِعِلْمٍ
عَلَيْنِ^{١٠}

قَالَ أَبَشَّرْتُمْوَنِي عَلَىٰ أَنْ مَسَنِيَ الْكِبِيرُ
فِيمَ تُبَشِّرُونَ^{١١}

قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ
الْقَانِطِينَ^{١٢}

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا
الضَّالُّونَ^{١٣}

قَالَ فَمَا حَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ^{١٤}

قَالُوا رَانَا أُرْسِلَنَا إِلَىٰ قَوْمٍ
مُجْرِمِينَ^{١٥}

إِلَّا لَأَلْوَاطِ إِنَّا لَمْنَجِّوْهُمْ أَجْمَعِينَ^{١٦}

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا، إِنَّهَا لَمِنَ
الْغَرِيبِينَ^{١٧}

৬২। এরপর ^كপ্রেরিতরা যখন লৃতের পরিবারের কাছে এল,

فَلَمَّا جَاءَهُ أَلْنُوطِ إِلَّمُرْسَلُونَ^{٦٢}

৬৩। সে বললো, ^ك‘তোমরা অবশ্যই অপরিচিত লোক’^{১৫০৭}।

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ^{٦٣}

৬৪। তারা বললো, ‘আসলে আমরা তোমার কাছে সেই (আয়াবের) সংবাদ নিয়ে এসেছি, যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে আসছে।

قَالُوا بَلْ حِشْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ
يَمْتَرُونَ^{٦٤}

৬৫। আর আমরা তোমার কাছে এক নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ^{٦٥}

৬৬। ^ك‘অতএব তুমি রাতের কোন এক প্রহরে নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড়ো এবং তুমি তাদের’^{১৫০৮} পেছনে পেছনে থেকো। তোমাদের কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়^{১৫০৯} এবং তোমাদেরকে যেদিকে (যাওয়ার) নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তোমরা সেদিকে এগুতে থেকো’।

فَآشِرِيَا أَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَأَتَيْغَ
أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِثُ مِنْكُمْ أَحَدٌ
أَمْضُوا حَيْثُ شُئْ مَرْؤُونَ^{٦٦}

৬৭। আর ^كনিশ্চয় ভোর হতেই এদের মূলোৎপাটন করা হবে বলে আমরা তাকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলাম।

وَقَضَيْنَا رَأْيِهِ ذِلِكَ الْأَمْرَ آتَى
دَاهِرَ هُوَ لَاءُ مَقْطُوعٍ مُضِيقِينَ^{٦٧}

৬৮। আর ^كসেই শহরের অধিবাসীরা আনন্দ করতে করতে (লৃতের কাছে) এলো^{১৫১০}।

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ
يَشْتَبِهُونَ^{٦٨}

৬৯। সে বললো, ^ك‘এরা আমার সম্মানিত মেহমান। অতএব তোমরা আমাকে অপমানিত করো না।

قَالَ إِنَّهُوَ لَا يَضِيقُ فَلَا تَفْضَحُوهُ^{٦٩}

দেখুন : ক. ১১:৭৮, ২৯:৩৪; খ. ৫১:২৬; গ. ১১:৮২; ঘ. ৬:৪৬, ৭:৭৩, ৮৫; ঙ. ১১:৭১; চ. ১১:৭৯।

১৫০৬। কুরআন করীম ‘আলমুরসালুন’ শব্দ ব্যবহার দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত করছে যে সংবাদবহনকারী ব্যক্তিগণ ছিলেন মানব। বাইবেল অবশ্য তাদেরকে কখনো মানুষ (আদি-১৮:১২, ১৬, ১২), আবার কখনো ফিরিশ্তা বলে অভিহিত করেছে (আদি-১৯:১১, ১৫)।

১৫০৭। হযরত লৃত (আঃ) ভেবেছিলেন এই আগস্তুকরা সাধারণ পথচারী এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে সে স্থানে গিয়েছিল।

১৫০৮। ‘আদবারা-হুম’ শব্দে ব্যবহৃত ‘হুম’ সর্বনামটি ব্যক্ত করছে যে লৃত (আঃ) এর সঙ্গে যে দল শহর থেকে হিজরত করেছিল তাদের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর দুই কন্যাই ছিল না যেভাবে বাইবেলে বর্ণিত আছে (আদি-২৯), বরং অন্যান্য বিশ্বাসীরাও ছিল যাদের মধ্যে পুরুষ লোক অবশ্যই ছিল। পুঁ লিঙ্গবাচক সর্বনামটি দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। এই মত বাইবেলের আদি ১৮:৩২ শ্লোক দ্বারা সমর্থিত।

১৫০৯। ‘তোমাদের কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়’ এই কথা রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ যারা তোমাদের পিছনে রয়ে গেলো তাদের কথা তোমরা কেউ স্তুতি করবে না বা তাদের সম্বন্ধে তোমরা ভাববে না।

১৫১০। হযরত লৃত (আঃ) এর লোকেরা তাঁকে অপরিচিত কোন লোক শহরে আনতে পূর্বেই নিষেধ করেছিল। অতএব যখন অতিথিরা তাঁর নিকট এলো তখন শহরবাসীরা প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যে দৌড়ে এলো, এই বাহানায় যে লৃত (আঃ) তাদের পূর্ব হাঁশিয়ারির প্রতি অবজ্ঞা করেছিলেন।

৭০। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না^{۱۵۱}।

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرُونَ⑥

৭১। তারা বললো, ‘আমরা কি তোমাকে জগতজোড় লোকদের (সাথে যোগাযোগ রাখতে) নিষেধ করি নি^{۱۵۲}?’

قَالُوا إِنَّا لَمْ نَنْهَاكُ عَنِ الْعَلَمِينَ⑦

★ ৭২। সেই বললো, ‘আমার মেয়েরা^{۱۵۳} এখানে (রয়েছে)। তোমরা যদি কোন কিছু করতেই চাও (তবে এ বিষয়টি মনে রেখো)’।

৭৩। (আল্লাহ ওহী করে বললেন,) তোমার জীবনের কসম! নিশ্চয় এরা নিজেদের উন্নততায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنِتِي إِنْ كُنْتُمْ فِعْلِيْنَ⑧

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَغْمَهُونَ⑨

৭৪। এরপর সকাল হতেই সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দের আ্যাব এদের ধরে ফেললো।

فَأَخَذَ ثُمُّهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ⑩

৭৫। ^{۱۰}অতএব আমরা এ (শহরকে) লভভভ করে দিলাম এবং এদের ওপর কক্ষরজাত পাথর বর্ষণ করলাম।

فَجَعَلْنَا عَالِيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ⑪

৭৬। ^{۱۱}নিশ্চয় অনুসন্ধানীদের^{۱۵۴} জন্য এ (ঘটনায়) রয়েছে অনেক নির্দশন।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتَدِئُ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ⑫

৭৭। আর ^{۱۲}এ (জনপদটি) নিশ্চয় এক স্থায়ী^{۱۵۵} মহাসড়কের পাশে (অবস্থিত) রয়েছে।

وَلَأَنَّهَا لَيْسِيْلٌ مُّقِيْمٌ⑬

দেখুন : ক. ১১:৭৯; খ. ১১:৮২; গ. ১১:৮৩; ঘ. ২৯:৩৬, ৫১:৩৮; ঙ. ৩৭:১৩৮।

১৫১। হ্যরত লৃত (আঃ) তাঁর শহরবাসীকে অপরিচিত মুসাফির লোকের আতিথেয়তার জন্য তাঁকে অসম্মান বা মর্যাদা না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

১৫১২। যেহেতু লৃত (আঃ) এর লোক এবং প্রতিবেশী গোত্রগুলোর মধ্যে মনোমালিন্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সেই জন্য তারা লৃত (আঃ)কে বাইরের কোন অচেনা লোক শহরে প্রবেশ না করানোর জন্য হঁশিয়ার করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই অঞ্চলে সফর আরামদায়ক ও নিরাপদ না হওয়ায় হ্যরত লৃত (আঃ) অচেনা অজানা মুসাফিরদেরকে তাঁর নিজ বাড়িতেই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। লৃত (আঃ) এর জাতি তাঁর এই কাজের বিরোধিতা করতো। তাঁর সদুপদেশ ও প্রচারে বিরক্ত হয়ে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করার জন্য বাহানা খুঁজছিল। কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ অজুহাত দ্বারা তারা সেই সুযোগ পাচ্ছিল না। এখন দৃশ্যত তাদের নিষেধের বিরক্তে লৃত (আঃ) এর বাড়িতে আগস্তুকের আশ্রয় দেয়ার বাহানায় তারা তাদের আক্রেশ চরিতার্থ করার সুযোগ পেলো। এ থেকে স্পষ্ট বোৰা যায় যে লৃত (আঃ) এর লোকজন তাঁর অতিথিদের সঙ্গে সমকামিতার (Sodomy) কুমতলবে ছুটে আসেনি, বরং তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করার যুক্তিসিদ্ধ কারণ সৃষ্টির কথাটি তাঁকে জানিয়ে দিতে এসেছিল। মনে হয় এটিই ছিল তাদের আনন্দোৎসবের কারণ।

১৫১৩। ১১:৭৯ দ্রষ্টব্য।

১৫১৪। ‘মুতাওয়াসসেমীন’ মুতাওয়াসসেমির বহু বচন। তাওয়াসসামা মূল থেকে এর উৎপত্তি এবং এর অর্থ কোন ব্যক্তি কোন কিছু সম্বন্ধে পুঞ্জানুপুঞ্জ চিন্তা-ভাবনা করে, এবং সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান লাভের জন্য বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে (আকরাব)।

১৫১৫। তখনই কোন রাস্তা ‘মুকীম’ বলে অভিহিত হয়, যখন তা পথচারীদের চলাচলের যোগ্য থাকে। এখানে ইঙ্গিতকৃত পথ, যা আরবকে সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, তা এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে এভাবে এ আয়াতে ব্যবহৃত বিশেষণের মধ্যে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রকাশ করেছে। এ পথ মৃত সাগরের বরাবর বা পাশাপাশি চলে গেছে, স্থানীয়ভাবে তা লৃতের সাগর নামে পরিচিত।

৭৮। ^{كُ}নিশ্য মুমিনদের জন্য এতে অনেক বড় এক নির্দশন রয়েছে।

৭৯। আর ^{كُ}অরণ্যবাসীরাও^{১৫১৬} অবশ্যই যালেম ছিল।

★ ৮০। অতএব ^{كُ}আমরা তাদেরকেও শান্তি দিয়েছিলাম। আর এ দুটি
[১৯] (জনপদই) এক প্রসিদ্ধ মহাসড়কের পাশে (মাটিচাপা অবস্থায় পড়ে)
৫ রয়েছে^{১৫১৭}।

৮১। আর হিজরবাসীরাও^{১৫১৮} অবশ্যই (আমাদের) রসূলদেরকে মিথ্যা
আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৮২। আর আমরা তাদেরকেও^{১৫১৯} আমাদের অনেক নির্দশন দিয়েছিলাম।
কিন্তু তারা তা অগ্রহ্য করেছিল।

৮৩। আর ^{كُ}তারা নিশ্চিতে পাহাড় খোদাই করে ঘর^{১৫২০}।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ^③

وَإِنْ كَانَ أَصْحَبُ الْأَيْكَةِ
لَظَلِمِيْنَ^④

فَإِنَّتَقْمَنَا مِنْهُمْ وَرَانَهُمَا لَبِلَامَاتٍ
مُبِيْنِ^⑤

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَبُ الْجَرْجَرِ
الْمُرْسَلِيْنَ^⑥

وَأَتَيْنَاهُمْ أَيْتَنَا فَكَانُوا عَنْهَا
مُغْرِضِيْنَ^⑦

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَارِ بُبُيُوتًا
أَمْنِيْنَ^⑧

দেখুন : ক. ২৬:৯; খ. ২৬:১১৭, ৩৮:১:১৪, ৫০:১৫; গ. ২৬:১৯০, ৩৮:১৫, ৫০:১৫; ঘ. ৭:৭৫, ২৬:১৫০।

১৫১৬। কৃতান করীমের মতে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ‘আসহাবুল আইকাতে’ ‘অরণ্যবাসী’ (২৬:১৭৭, ১৭৮) এবং আহলে মাদিয়ান (মিদিয়ানবাসী) (১১:৮৫) এই উভয় গোত্রের লোকদের প্রতি হ্যরত শোআয়ব (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। এতে বোঝা যায় যে এই জাতি উভয় নামেই অভিহিত হতো অথবা একই জাতির দুটি শাখা গোত্রের ভিন্ন নাম, যার দ্বারা তাদের ভিন্ন জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন বোঝায়। এক দল বা গোত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতো, অপর গোত্র বনেজঙ্গলে উট-ভেড়া চরাতো। এই দু'গোত্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পরিচয়বহনকারী সাক্ষ্যরূপে কুরআনে উভয়ের অভিন্ন চারিত্রিক ত্রুটির কথা উল্লিখিত হয়েছে (৭:৮৬ এবং ২৬:১৮২-৮৪)। আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত জনপদে এই জাতির গোত্রসমূহ বসবাস করতো। তাদের এবং তাদের আবাসিক জনপদ উভয়ের নাম মিদিয়ান বলে প্রতীয়মান হয়। এই আকাবার অদূরে অবস্থিত ছিল জনশূন্য মরাঞ্চল ‘আইকা’ যে স্থান খর্বাকৃতি জাতের বন্য তাল গাছে ভরপুর ছিল, যার ছায়াতে তাদের উট, ভেড়া ও ছাগলের চারণভূমি ছিল (দি গোল্ড মাইনস অব মিদিয়ান, বাই স্যার রিচার্ড ফ্রানসিস বার্টন)।

১৫১৭। হ্যরত লৃত (আঃ) এর জনপদের বেলায় উল্লিখিত রাজপথকে বলা হয়েছে সেই পথ যা এখনো বিদ্যমান রয়েছে (আয়াত-৭৭)। এই কথায় এ ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যে ভবিষ্যতেও এই পথ একপ্রভাবে ব্যবহৃত হতে থাকবে। জঙ্গলের বা সেই চারণভূমিতে জনবসতির লোকদের মধ্যে এই পথ উন্নতুক রাজপথ বলে পরিচিত। মিশরের সঙ্গে এশিয়াকে সংযোগকারী পূরনো রাস্তা এখন যদিও মরাঞ্চাত্রী দল কর্তৃক ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু শব্দটি এখনো তার অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে।

১৫১৮। তাবুক এবং মদীনার মধ্যবর্তীস্থানে ‘হিজর’ অবস্থিত। মাসুদ সেখানেই জাতির লোকেরা বসবাস করতো যাদের নিকট হ্যরত সালেহ (আঃ) সতর্ককারীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই জাতির শহর অধিকাংশই পাথরে গড়া এবং প্রস্তর ও দেয়ালের দুর্গ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই জন্যই এর নাম হয়েছে ‘হিজর’।

১৫১৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তিনটি ভিন্ন জাতি বা গোত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে- (১) লৃত (আঃ) এর জাতি; (২) শো’আয় (আঃ) এর জাতি এবং (৩) সালেহ (আঃ) এর গোত্র (সামুদ বা আসহাবুল হিজর)। এদের উল্লেখ সময়ানুক্রমে হয়নি বরং মুক্ত থেকে এদের জনপদগুলোর দূরত্বের ক্রমানুযায়ী হয়েছে। লৃত (আঃ) এর গোত্রের জনপদটি তিনটির মধ্যে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থিত ছিল। অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বে ছিল ‘আইকা’-এর অধিবাসীরা। ‘হিজর’ তাবুক এবং মদীনার মধ্যবর্তী হওয়ায় সামুদ গোত্র এই তিনটির মধ্যে নিকটতম ছিল এবং এই জন্যই সর্বশেষে এর উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ক্রমের বিপরীত এই অস্বাভাবিক নিয়মের ক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য- কোন ব্যক্তিকে সম্মোধন করার নিয়মে, বিবরণকে জোরদার এবং কার্যকর করার জন্য আরবদের নিকট অপ্রসিদ্ধ জাতির উল্লেখ প্রথমে এসেছে এবং যে জাতি বা গোত্র আরবদের নিকট উত্তমভাবে জানা ছিল তাদের উল্লেখ হয়েছে সবশেষে।

৮৪। এরপর ভোর হতেই সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দের আয়াব ^كতাদেরকেও ধরে ফেললো^{١٤٢١}।

৮৫। অতএব তাদের কোন অর্জনই তাদের কোন কাজে এল না।

★ ৮৬। আর ^يআমরা আকাশসমূকে ও পৃথিবীকে এবং এ দুঃয়ের মাঝে যা-ই আছে (এর সব কিছু) কেবল যথার্থ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি^{١٤٢২-ক}। আর ^يসেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত অবশ্যই আসবে। অতএব তুমি তাদেরকে সুন্দরভাবে উপেক্ষা কর।

৮৭। নিচয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই সুদক্ষ স্রষ্টা (ও) সর্বজ্ঞ।

৮৮। আর ^يআমরা অবশ্যই তোমাকে সাতটি বার বার পঠিত (আয়াত)^{١٤٢২} এবং মহান কুরআন দান করেছি।*

★ ৮৯। ^يআমরা তাদের কোন শ্রেণীকে যেসব সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করেছি তুমি সেগুলোর দিকে (কামনার) দৃষ্টি প্রসারিত করো না। আর তাদের জন্য দুশিষ্ঠা করো না^{١٤২৩}। আর মু'মিনদের জন্য তোমার (করণার) ডানা মেলে দাও।

দেখুন : ক. ৭:৭৯, ১১:৬৮; খ. ৩:১৯২, ১৬:৪, ৩৮:২৮; গ. ২০:১৬, ৪০:৬০; ঘ. ৩৯:২৪; ঙ. ২০:১৩২।

১৫২০। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, সামুদ্র জাতি খুব ধনী, শক্তিশালী ও সভ্য ছিল। তাদের পৃথক পৃথক গ্রীষ্মাবাস ও শীতাবাস ছিল। তারা নিরাপদে ও আরামে জীবনযাপন করতো। এমনকি গ্রীষ্মকালে যখন তারা অবসর বিনোদন ও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য পাহাড়ে যেত এবং তাদের শীতকালের আবাসস্থলসমূহ খালি ছেড়ে যেত তখনও তারা যে কোন আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করতো। এই আয়াত এও ইঙ্গিত করে যে সামুদ্র জাতি স্থাপত্যশিল্পে অত্যন্ত উন্নত ছিল।

১৫২১। সূরা 'আল-আ'রাফ' এর ৭৯ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান আয়াতে বর্ণিত ছিল ভূমিকম্প।

১৫২১-ক। এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, এর বিশ্বয়কর পরিকল্পনা ও নির্মাণ কৌশল এবং যে অলঙ্গনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা এতে পরিব্যাপ্ত রয়েছে তা এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে মানব জীবন শুধু এই পৃথিবীতেই এক অস্থায়ী ও সংক্ষিপ্ত অস্তিত্বে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং মানুষকে শুধু এই জন্যই সৃষ্টি করা হয়নি যে 'খাও, দাও, আনন্দ কর এবং তারপর চিরস্থায়ী মৃত্যুবরণ কর।'

১৫২২। "সাবআম মিনাল মাসানী" অর্থ বার বার পঠিত (আয়াত)। হ্যরত উমর, আলী, ইবনে আবুস এবং ইবনে মাস'উদ (রাঃ) এর মত বিখ্যাত বুয়ুর্গানের মতে উক্ত শব্দাবলী (বাক্যাংশ) কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা আল-ফাতেহার প্রতি নির্দেশ করে। কারণ এটা বার বার প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে আবৃত্তি করা হয়। হ্যরত নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, "আল সাব আল মাসানী, কুরআন করীমের প্রথম পরিচ্ছেদ" (বুখারী)। এই সূরাকে কুরআনের জননী (উম্মুল কুরআন) এবং কুরআনের প্রথম অধ্যায় ফাতিহাতুল কিতাবও বলা হয়। হ্যরত যাজ্জাজ ও হ্যরত হাইয়ানের মতে এর এই নাম দেয়া হয়েছে এই কারণে যে এটা আল্লাহ তায়ালার গুণ এবং প্রশংসন কীর্তন করে। সূরা ফাতিহার পরবর্তী বাকি সমগ্র অংশকে 'মানুন কুরআন' (আল কুরআনুল আয়ীম) বলা হয়েছে। অবশ্য এই নাম প্রথম সূরার জন্যও প্রযোজ্য। কারণ কোন পুস্তকের কোন অংশকেও সেই পুস্তকের নামেও অভিহিত করা হয়। হ্যরত নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা হচ্ছে মানুন পবিত্র কুরআন (মুসনাদ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৪৮)। প্রকৃতপক্ষে এই সূরা ফাতিহা সমস্ত কুরআনের সারমর্ম অথবা যেমন বলা হয়ে থাকে এটা কুরআনের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। কারণ সমুদ্র কুরআনের চুম্বক বা সারাংশ এই সূরা ফাতিহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। 'মাসন' বহু বচনে 'মাসানী'। মাসনা এর অর্থ প্রশংসনা ও গুণকীর্তন করা। এই আয়াতের মর্ম হচ্ছে: সূরা ফাতিহার আল্লাহ তাআলার সকল সিফাত বা গুণের বিস্তারিত ও ব্যাপক বর্ণনাকারী। 'মাসানী' এর অর্থ উপত্যকার মোড় ঘুরা ও দিক পরিবর্তন করাও হয়। এই অর্থে আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আল ফাতিহা মানুষের জীবনের মোড় আল্লাহর দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়।

★ চিহ্নিত টীকা ও ১৫২৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَآخَذَتْهُمُ الصَّيْكَةُ مُضِّحِينَ ﴿١﴾

فَمَا آغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَرْتِيهَا فَاصْفِحِ الصَّفَحَ الْجَمِيلَ ﴿٣﴾

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلُقُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٥﴾

لَا تَمْدَدَنَ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا قِنْهُمْ وَلَا تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ وَاحْفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

৯০। আর তুমি বল, ‘আমি নিশ্চয় এক প্রকাশ্য সতর্ককারী’।

وَقُلْ إِنِّي آتَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ^(১)

★ ৯১। আমরা তাদের ওপর যথারীতি শান্তি অবতীর্ণ করবো, যারা দলে উপদলে বিভক্ত^{১৫২৪} হবে

كَمَا آنَزَ لَنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ^(২)

★ ৯২। (এবং) যারা কুরআনকে খড়বিখন্ড^{১৫২৫} করবে।★

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ^(৩)

৯৩। অতএব তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো

فَوَرِبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ^(৪)

৯৪। তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(৫)

৯৫। অতএব তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে তা তুমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।

فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنْ وَأَغْرِضْ عَنِ
الْمُشْرِكِينَ^(৬)

৯৬। ‘নিশ্চয় বিদ্যপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُشْتَهِزِينَ^(৭)

৯৭। অতএব যারা আল্লাহর সাথে ভিন্ন উপাস্য দাঁড় করিয়ে থাকে তারা শীঘ্রই (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الْلَّوَالَّا أَخْرَجَ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ^(৮)

দেখুন : ক. ২২:৫০, ২৯:৫১, ৫১:৫১, ৫২, ৬৭:২৭; খ. ৫:৬৮; গ. ২:১৩৮।

★ [‘সাবআন মিনাল মাসানী’ এর দ্বারা সূরা ফাতিহার আয়াতগুলোকে বুঝানো হয়েছে বলে মনে হয়। এর বিষয়বস্তু কুরআন শরীফের বিভিন্নস্থানে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া সব ‘মুকাভায়াত’ (কুরআনের কোন কোন সূরার প্রারঙ্গে বিভিন্ন অক্ষর দিয়ে শব্দ সংক্ষেপ করা হয়েছে। এগুলো হলো হৃষকে মুকাভায়াত যেমন আলিফ লাম মীম, আলিফ লাম রা ইত্যাদি) ও সূরা ফাতিহা থেকেই নেয়া হয়েছে। সমগ্র কুরআনের মুকাভায়াতে ব্যবহৃত অক্ষরগুলোর সব কঠি সূরা ফাতিহার মাঝে বিদ্যমান। এগুলো ছাড়াও সূরা ফাতিহায় সাতটি এমন অক্ষর রয়েছে যা কোন মুকাভায়াতে ব্যবহৃত হয় নি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক অনুদিত কুরআন করীমের উর্দ্দ অনুবাদ দ্রষ্টব্য)]

১৫২৩। এই আয়াতের প্রকৃত মর্ম হচ্ছে : নবী করীম (সাঃ) যাতে দুঃখিত না হন তজন্য বলা হয়েছে যে কাফেরদের শান্তি অত্যাসন্ন এবং তাদের সকল ধন-সম্পদ, উন্নতি ও গৌরব, যে সবের কারণে তারা এত অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে তা তাদের কোনই উপকারে আসবে না।

১৫২৪। মুক্তির কাফেররা তাদের বিভিন্ন দল গঠন করে তাদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করলো যাতে তারা নবী করীম (সাঃ)-এর কাজে বিষ্ণ সৃষ্টি করতে পারে। অথবা উক্ত ভিন্ন ভিন্ন দল নিজেরা নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং তারা তাঁকে (অঁ- হযরত মাঝকে) হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। মুক্তাসেমীন এর অর্থ এও হয় যে তারা একে অন্যের প্রতি বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলো। ১৫২৫। ‘এয়-এর বহুবচন ‘এয়ীন’। ‘এয়’ অর্থ মিথ্যা কথা, দুর্নাম, যাদুমন্ত্র, কোন বস্তুর অংশ বা টুকরা বিশেষ, দল, সম্পদায় বা জনগোষ্ঠী (লেইন)।

୯୮ । ଆର ^{ନିଶ୍ଚଯ} ଆମରା ଜାନି ତାଦେର କଥାଯ ତୋମାର ଅନ୍ତର
ସଂକୁଚିତ ହୁଏ^{୧୫୨୬} ।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا
يَقُولُونَ^{୧୬}

୯୯ । ଅତେବ ^{ତୁମି} ତୋମାର ପ୍ରଭୁ-ପ୍ରତିପାଳକେର ପ୍ରଶଂସାସହ
(ତାଁର) ପବିତ୍ରତା ଓ ମହିମା ଘୋଷଣା କର ଏବଂ ସିଜଦାକାରୀଦେର
ଦଲଭୁକ୍ତ ହେବ ।

فَسَيِّخَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ مَنْ مِنِ
الشَّجَدَيْنِ^{୧୭}

^୬ [୨୦] ୧୦୦ । ଆର ତୋମାର ମୃତ୍ୟୁ ନା ଆସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମି ତୋମାର ପ୍ରଭୁ-
ପ୍ରତିପାଳକେର ଇବାଦତ କରନ୍ତେ ଥାକ^{୧୫୨୭} ।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ^{୧୮}

ଦେଖୁନ : କ. ୬:୩୪, ୧୧:୧୩; ଖ. ୨୦:୧୩୧, ୫୦:୪୦, ୧୧୦:୪ ।

★ [ଆମରା ଏସବ ଆୟାତେର ଅନୁବାଦକାଳେ ଅତୀତକାଳେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତକାଳେ ଅର୍ଥ କରାର ବେଶ ପକ୍ଷପାତୀ । କେନା ଏଗୁଲୋତେ
ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟ କଠୋର ସତର୍କବାଣୀ ରହେଛେ । ପ୍ରଶ୍ନ ହଲୋ, ଅତୀତକାଳେ କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହାର କରା ସତ୍ତ୍ଵେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୟାଣୀରପେ କିଭାବେ ଏଗୁଲୋ
ଗଣ୍ୟ ହତେ ପାରେ? ଏର ଉତ୍ତର ହଲୋ, ସେବ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୟାଣୀ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟବାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତେ ବାଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କୁରାନେ ବେଶିରଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ମେଞ୍ଚିଲୋତେ
ଅତୀତକାଳେ କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହାର କରା ହଯେଛେ । ଅତୀତ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । ଅତୀତକାଳେ କ୍ରିୟା ପଦ ଦିଯେ ସେବ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୟାଣୀ କରା ହୁଏ ମେଞ୍ଚିଲୋ
ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଯାର ପ୍ରତି ଜୋର ଦେଯ । କାଜେଇ ଏ ଆୟାତଗୁଲୋର ଅନୁବାଦ ହବେ ନିମ୍ନରୂପ:
“ଆର ଆମରା ଅବଶ୍ୟଇ ତୋମାକେ ସାତଟି ବାର ବାର ପାଠିତ (ଆୟାତ) ଓ ମହାନ କୁରାନ ଦାନ କରେଛି ।

ଆମରା ତାଦେର କୋନ କୋନ ଶ୍ରେଣୀକେ ସେବ ସାମୟିକ ସୁଖସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଦାନ କରେଛି ତୁମି ମେଞ୍ଚିଲୋର ଦିକେ (କାମନାର) ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ କରୋ ନା ।
ଆର ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଦୁ:ଖେ କରୋ ନା । ଆର ମୁମିନଦେର ଜନ୍ୟ ତୋମାର (କରଣାର) ଡାନ ମେଲେ ଦାଓ । ଆର ତୁମି ବଲ, ଆମି ନିଶ୍ଚଯ ଏକ ସୁମ୍ପଟ
ସତର୍କକାରୀ’ । ଆମରା ତାଦେର ଓପର ଯଥାରୀତି ଶାନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରବୋ, ଯାରା ଦଲେ ଉପଦଲେ ବିଭକ୍ତ^{୧୫୨୪} ହବେ (ଏବଂ) ଯାରା କୁରାନକେ
ଖବରିଖବ କରବେ ।

ଏହି ଅନୁବାଦଟିର ଯୌଡ଼ିକତା ଆରଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଁ ଯାଇ (ଏଗୁଲୋର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ଯାଚାଇ କରଲେ) । ଅଲୋଚ୍ୟ ଆୟାତଗୁଲୋର ସୂଚନା କୁରାନ ଶରୀଫେର
ଅତୁଳନୀୟ ମାହାତ୍ୟ ତୁଲେ ଧରେ । ଯାରା କୁରାନ ଶରୀଫେର ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟେ ଦାବୀ କରା ସତ୍ତ୍ଵେ ଏର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ‘ତୁହାଦୀର’
ବିଷୟଟିକେ ଉପେକ୍ଷା କରେ ତାରା ପରବର୍ତ୍ତିତେ ନାନା ଦଲେ ଉପଦଲେ ବିଭକ୍ତ ହୁଁ ଯାଇ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଲଇ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକେ ସଠିକ ପ୍ରମାଣ କରାର
ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରାନକେଇ ଯେନ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗେ ବିଭକ୍ତ କରେ ଫେଲେଛେ । ଏରା ନିଜେଦେର ସୁବିଧାରେ କୁରାନେର କୋନ କୋନ ଆୟାତକେ
ଅବଲମ୍ବନ ଆର ଅନ୍ୟରା ତାଦେର ସୁବିଧାରେ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଆୟାତକେ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ବସେ । ଏହି ବିଭକ୍ତି ଏତ ପ୍ରକାଶ ଓ ଚଢ଼ାନ୍ତ ହୁଁ ଯାଇ ଦାଙ୍ଗିଯେଛେ ଯେନ
ବିବଦମାନ ବିଭିନ୍ନ ଦଲେର ମାଝେ ଆପସ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କୋନ ସୁଯୋଗଟି ବାହ୍ୟତ ଦେଖା ଯାଇ ନା । ଏହି ବାହ୍ୟତବା ଏକଇ ଉତ୍ସତକେ ବିଭିନ୍ନ ଦଲେ-ଉପଦଲେ
ବିଭକ୍ତ କରେ ଫେଲେଛେ । ଏର ଫଳେ ଏରା ଯେନ କୁରାନକେଇ ବହୁଭାଗେ ବିଭକ୍ତ କରେ ଫେଲେଛେ । (ମାଓଲାନା ଶେର ଆଲୀ ସାହେବେର ଇଂରେଜୀତେ
ଅନୁବାଦକୁ କୁରାନ କରୀମେର ପରିଶିଳ୍ପେ ହେଯରତ ଖଲୀଫାତୁଲ ମସୀହ ରାବେ’ (ରାହେ:) କର୍ତ୍ତ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଟିକା ଦୁଷ୍ଟବା])

୧୫୨୬ । ରସ୍ମୀ ପାକ (ସାଃ) ଅବିଶ୍ଵାସୀଦେର ବିଦ୍ୱପେର କାରଣେ ବ୍ୟଥିତ ଛିଲେନ ନା ବରଂ ତିନି ବ୍ୟଥିତ ଛିଲେନ ଆଲ୍ଲାହର ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଦେବ-
ଦେଵୀର ଶରୀକ କରାର କାରଣେ । ତାଁ ଦୁଃଖେର କାରଣ ଛିଲ ଏକଦିକେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାର ପ୍ରତି ଅକ୍ରତ୍ରିମ ଓ ଗଭୀର ଭାଲବାସା, ଅନ୍ୟଦିକେ ତାଁ
ଜାତିର ଜନ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷା ଓ ଚିନ୍ତା ।

୧୫୨୭ । ଏହି ଆୟାତେର ତାତ୍ପର୍ୟ ହଲୋ, ଯେହେତୁ ମହାନବୀ (ସାଃ) ଏର ପ୍ରେରିତ ହେଯାର ମୁଖ୍ୟ ଓ ମୂଳ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଛିଲ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାର ତାତ୍ପରୀ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ଯା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଯାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ସମୟ ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରାର ଜନ୍ୟ ତାଁକେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାର ସମୀପେ
କାଯମନୋଚିତେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଁ ସିଜଦାଯ ପ୍ରଣତ ହତେ ହବେ ।